ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 36 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯২ ● কলকাতা ● ৩১ আষাঢ়, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১৬ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ১

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ ও

১৫৯২০০৭
গণেশ চতুর্থী
সব পূণ্য আত্মাদের আমার নমস্কার

আশ্রমে করা গহনধ্যান অনুষ্ঠানের পরে আমার ভিতরে কোনও প্রক্রিয়া হচ্ছিল। আর লাগছিল যে কিছু লেখার আছে। কিন্তু কি লেখার আছে? কবে লেখার আছে? আর কোথা থেকে তা শুরু হবে, তা বোঝা যাচ্ছিল না। এইভাবে তিন দিন পর্যন্ত অশান্ত অবস্থা বিরাজমান ছিল।

আমি চাইছিলাম যে এই বই লেখার সূচনাও গুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারেই হোক। তিনি যেখান থেকে নিজের পরিচয় সমাজকে দিতে চান দিন। কারণ এই সব লেখার প্রেরণাও তিনিই দিচ্ছেন। তাই তিনিই এর সূচনা করুন। আশ্রমে ১৫ এপ্রিল ২০০৭-এ জুনাগড় সেন্টারের সাধক দেখা করতে এসেছিলেন।ঐ দিনই এই বই লেখা শুরু হয়েছিল। আর পাঁচ মাস বাদে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এএর সমাপন হয়েছিল।

এইভাবে ২০০৭ সালে এই কাজও গুরুশক্তিদের কৃপাতে ঘটে গেল। আমার দ্বারা এই জ্ঞান সহজে দেওয়া হচ্ছে,

প্লাবনে 'ক্ষুব্ধ' মমতা বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে বলেও কাজ হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ডিভিসির বিরুদ্ধে। বারবার না জানিয়ে জল ছাড়ায় এই পরিস্থিতি দাবি মমতার। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছে, তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বারবার এই বিষয়ে জানিয়েছেন।এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিরোধীদলগুলিকে সহযোগিতার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "দলমত, নির্বিশেষে পাশে দাঁড়ান, প্রশাসনের কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন না।" পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমকেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে বলে মমতার আর্জি, "পজিটিভ খবর করুন। গুজব ছড়াবেন না।"তারপরও কোনও কাজ হয়নি। পাশাপাশি বাংলাকে আর্থিক দিক থেকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

লাগাতার বৃষ্টিতে বাংলার একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশেষ

এরপর ৩ পাতায়

সেভ আর্থ মিশনের সভাপতি সন্দীপ চৌধুরী বলেছেন যে এয়ার ইন্ডিয়া এআই ১৭১ বিমান দুর্ঘটনা কোনও বিমান ব্যর্থতা নয় বরং মহাবিশ্বের একটি সংকেত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা ১০ জুন: আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা ঐতিহাসিক এবং অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করেছেন এমন এক মুহূর্তে, সেভ আর্থ মিশনের ইন্ডিয়া চ্যাপ্টারের সভাপতি সন্দীপ চৌধুরী গিফট সিটিতে গ্লোবাল ভিশন উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিন মিনিটেরও কম সময়ে মঞ্চে সরাসরি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই ১৭১ দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে একজন অগ্রণী পরিবেশবাদী এবং চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত চৌধুরী সংখ্যাতত্ত্ব, মহাজাগতিক তত্ত্ব এবং প্যাটার্ন স্বীকৃতির মিশ্রণ ব্যবহার করে "সংখ্যার মাধ্যমে একটি সর্বজনীন যোগাযোগ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

দুর্ঘটনার ফ্লাইট নম্বর, তারিখ এবং সময় এবং আপাতদৃষ্টিতে কাকতালীয় উপাদানগুলির সাথে সংযুক্ত তার বিশ্লেষণ বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং বিজ্ঞানী, আধ্যাত্মিকবাদী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

মিঃ চৌধুরী বলেন, "এটা বিশৃঙ্খলা ছিল না, এটা ছিল কোড। মহাবিশ্ব সংখ্যা, ফ্রিকোয়েন্সি, কম্পন এবং শক্তিতে কথা বলে। AI171 এর ট্র্যাজেডি কেবল একটি বিমান ব্যর্থতা ছিল না বরং মহাজাগতিক সারিবদ্ধতার একটি মুহূর্ত ছিল। এবং সংখ্যাগুলি দেখার সাথে সাথে আমি এটি ডিকোড করেছিলাম।"

মিঃ চৌধুরী ফ্লাইট থেকে তিনটি অলৌকিক লক্ষণ সম্পর্কেও কথা বলেছেন, যার মধ্যে রয়েছে একজন ভগবদ গীতার বেঁচে থাকা, একজন যাত্রীর বেঁচে থাকা এবং একজন ব্যক্তি ফ্লাইট মিস করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে 1 + 1 + 1 = 3, যা একটি ঐশ্বরিক ত্রিত্বকে নির্দেশ করে।

আরও, মিঃ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে ফ্লাইটের গন্তব্য ছিল লন্ডন (6 অক্ষর) এবং এর উৎপত্তিস্থল ছিল আহমেদাবাদ (9 অক্ষর)। সম্পন্ন ক্রমটি ছিল: 3 (চিহ্ন) – 6 (লন্ডন) – 9 (আহমেদাবাদ)।

তিনি বলেন, "যখন সংখ্যাগুলি এভাবে সারিবদ্ধ হয়, তখন এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং যোগাযোগ। এটি কেবল একটি সাধারণ বিমান দুর্ঘটনা ছিল না, বরং মহাবিশ্বের একটি সংকেত ছিল, আমাদের গ্রহের প্রতি ছায়াপথ থেকে একটি ঐশ্বরিক বার্তা। এটি প্রতিটি মানুষকে আত্মবিশ্লেষণ, প্রতিফলন, ডিকোড এবং বিবর্তনের আহ্বান জানায়।"

লাইভ ডিকোডিং একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা হয়ে উঠেছে, যা বিশ্বজুড়ে মুদ্রিত, অনলাইন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে শিরোনাম তৈরি করছে। হ্যাশট্যাগ #AI171DecodedBySandeep X, Instagram, YouTube Shorts এবং Threads জুড়ে ট্রেন্ডিং করছে, লক্ষ লক্ষ লোক কথোপকথনে অংশগ্রহণ করছে।

পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগ বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারের শুভ উপলক্ষে মাটিয়াবুর্জের ১ নম্বর ওয়ার্ডের টিজি রোডে অবস্থিত পশুপতিনাথ শিব মন্দির প্রাঙ্গণে ভোলেনাথকে ভোগ হিসেবে পায়েস বিতরণ করা হয়েছে। বেলপুকুর যুবক সংঘের প্রধান সাংগঠনিক সম্পাদক, সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই জানান, শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগের আয়োজন করা হচ্ছে। সংঘের সভাপতি ধনঞ্জয় সিং, চন্দ্র বাহাদুর সোনার, সঞ্জয় জয়সওয়াল, পরশ সোনার, অমরনাথ চৌধুরী (মানা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চলছে চলছে নদী ভাঙন,আতঙ্কে গ্রামবাসী দ্রুত ভাঙন রোধের কাজের আবেদন

পার্থ ঝা,মালদা

গঙ্গার জল বাড়তে না বাড়তেই ফের ভাঙন আতঙ্ক গ্রাস করল মালদার মানিকচকের জোতপাট্টা এলাকায়।বিগত কয়েক দিন ধরে ভাঙন চললেও, সেই ভাঙন রোধে প্রশাসনিক কোন তৎপরতা দেখতে না ক্ষোভে ফুঁসছেন ভাঙন কবলিত এলাকার বাসীন্দারা। গত কয়েক দিন ধরেই মালদায় থেকে থেকে বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে গঙ্গার উচ্চ অববাহিকা এলাকায়। যার জেরে গত কয়েক দিন ধরেই

মালদার মানিকচকে গঙ্গার জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। আর গঙ্গার জল বাড়তে না বাড়তেই শুরু হয়েছে গঙ্গা ভাঙন। ভাঙন চলছে মানিকচকের জোতপাট্টা থেকে রামনগর পর্যন্ত প্রায় আটশো মিটার এলাকা জুড়ে। যা নিয়ে ভাঙন আতঙ্কে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছেন জোতপাট্টা এলাকার

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

প্লাবনে 'ক্ষুব্ধ' মমতা বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে বলেও কাজ হয়নি

করে খারাপ অবস্থা ঘাটালের। বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। এই পরিস্থিতে আজ, মঙ্গলবার নবান্নে আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, ডিভিসি জুন মাসের ১৮ তারিখ থেকে লাগাতার জল ছাড়ছে। এখনও পর্যন্ত ২৭ লক্ষ হাজার কিউসেক মিটার জল ছাড়া হয়েছে। ডিভিসি কারও কথা শুনছেন না বলে অভিযোগ করেছেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, "আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে বারবার চিঠি লিখেছি। তারপরও কোনও কাজ হচ্ছে না। না জানিয়ে জল ছাড়ছে ডিভিসি।" তাঁর আরও অভিযোগ অসম বন্যা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সাহায্য পেলেও বাংলা সেই বঞ্চিততই।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্থানীয় প্রশাসন থেকে উচ্চ আধিকারিকদের নজর রাখতে বলেছেন তিনি। জানিয়েছেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যেখানে অবস্থা খারাপ, সেখানে তিন সচিব স্থানীয় ডিএম, এসপি নজর রাখবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় খোলা হচ্ছে কন্ট্রোলরুম। যেখানে নিজে নজরদারি চালাবেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা আরও জানিয়েছেন, বন্যার সময় অনেক রোগ দেখা যায়। মোকাবিলায় দুর্গত এলাকাগুলিতে ওষুধ পাঠাবে স্বাস্থ্যদপ্তর। খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির। নজর রাখবেন স্থানীয় এসপি, ডিএমরা। ঘাটাল, খানাকুল, ঝাড়গ্রামে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বলেন, "আশা করছি আগামী ২ বছরের মধ্যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের আর দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হবে না।"

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ঢুকল মহিলা সিভিক, প্রশাসনে তীব্র চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নজরদারি। তার মধ্যেও সবার নজর এড়িয়ে নবান্নের চোদ্দ তলায় পৌঁছে গেলেন এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার। এই ১৪ তলাতেই মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। সবার নজর এড়িয়ে ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার কীভাবে চোদ্দ তলায় পৌঁছে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে নবান্নে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও।নবান্নের ভেতরে ঢোকার পর লিফটে চড়ে ১৩ তলায় পৌঁছে যান তিনি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে চোদ্দ তলায় ওঠেন। ১৪ তলায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে তাঁকে ঘোরাফেরা করতে দেখে নিরাপত্তারক্ষীরা প্রশ্ন করেন। মহিলা জানান, তিনি

তমলুক থেকে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। তাঁর পরনে সিভিক ভলান্টিয়ারের পোশাক ছিল। তাঁর কথাবার্তা অসংলগ্ন ঠেকায় তাঁকে আটক করে পুলিশ। কীভাবে তিনি একেবারে চোদ্দ তলায় পৌঁছে গেলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ১৪ তলায় এক মহিলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে। নিরাপত্তার জন্য নবান্নের চোদ্দ তলায় কর্মীদেরও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেখানে ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার কীভাবে পৌঁছে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সূত্রের খবর, নর্থ গেট দিয়ে ওই মহিলা নবান্নে ঢোকেন। নর্থ গেট দিয়ে অনেক সময়ই সিভিক ভলান্টিয়াররা জল নিতে ভেতরে ঢোকেন। ওই মহিলাও তেমনই জল নিতে ভেতরে ঢুকছেন বলে মনে করেছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে আগামীকাল কলকাতায় মিছিল মুখ্যমন্ত্রী'র

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নজরদারি। তার মধ্যেও সবার নজর এড়িয়ে নবান্নের চোদ্দ তলায় পৌঁছে গেলেন এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার। এই ১৪ তলাতেই মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। সবার নজর এড়িয়ে ওই মহিলা

তমলুক থেকে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ১৪ তলায় এক মহিলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি একজন সিভিক

এরপর ৬ পাতায়

অগস্টেই বিজ্ঞপ্তি কমিশনের, ইন্টেনসিভ রিভিশন এবার বাংলায়!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিহারের মতো ভোটার তালিকায় নাম নথিভূক্ত বা নথি যাচাইয়ের বিষয়টি বাংলাতেও করা হবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের সময় গণনা বা ইনিউমারেশন ফর্মের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য নথির তালিকা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও আগামী মাসে ভোটার তালিকা স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশনের বিজ্ঞপ্তি জারি হতে চলেছে বলে খবর। ২০২৪ সাল পর্যন্ত তালিকাভুক্ত কোন ভোটার যেন বাদ না পরে সেই দাবি জানিয়ে কমিশনের দরবার করেছে তারা। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০০৩ সালকে ভিত্তি হিসেবে কমিশন ধরতে চাইছে। দেশ জুড়ে এসআইআর নিয়ে কোনও স্থগিতাদেশ এখনো পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট না দিলেও ইনিউমারেশন ফর্মের সঙ্গে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ডকেও গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে গণ্য করতে বলেছে সুপ্রিমকোর্ট। বাংলায় শেষবার ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি ভোটার তালিকার স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর হয়নি। সূত্রের খবর, বিহারের মতো ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তি বা নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি মানা হবে বাংলাতেও। বিজ্ঞপ্তি জারি না হলেও আগামী সপ্তাহ থেকে এই রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশনের কাজ শুরু করতে চলেছে কমিশন। তবে এই বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হওয়ায় ধীরে সুস্থে কাজ করতে চাইছে কমিশন। কারণ সংক্রান্ত মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিমকোর্টে। তবে শীর্ষ আদালতের রায় তাদের পক্ষেই যাবে বলে আশাবাদী কমিশন। কমিশন জানিয়েছে, ইনিউমারেশন ফর্ম এর সঙ্গে মোট ১১টি নথি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর এইখানেই বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তি।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আগামী ১৭ জুলাই, মর্যাদাপূর্ণ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫ পুরস্কার প্রদান করবেন

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আগামী ১৭ জুলাই, নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে মর্যাদাপূর্ণ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫ পুরস্কার প্রদান করবেন। আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল এবং প্রতিমন্ত্রী শ্রী তোখান সাহু উপস্থিত থাকবেন।

বিশ্বের বৃহত্তম পরিচ্ছন্নতা সমীক্ষা, স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের এটি নবম সংস্করণ। এই অনুষ্ঠানে ভারতের পরিচ্ছন্নতম শহরগুলির নাম প্রকাশ করা হবে, স্বচ্ছ ভারত মিশন – নগরের আওতায় যেসব শহর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের স্বীকৃতি জানানো হবে। এই বছর এই পুরস্কার দেওয়া হবে চারটি বিভাগে – (ক) সুপার স্বচ্ছ লিগ শহর, (খ) ৫টি জনসংখ্যাগত বিভাগের আওতায় শীর্ষ তিনটি পরিচ্ছন্ন শহর, (গ) বিশেষ বিভাগ : গঙ্গা শহর, ক্যানটনমেন্ট বোর্ড, সাফাই মিত্র সুরক্ষা, মহাকুম্ভ, (ঘ) রাজ্যস্তরের পুরস্কার – রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পরিচ্ছন্ন শহর। সব মিলিয়ে এই বছর মোট ৭৮টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন - শহরের আওতায় স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ, ভারতের শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতার দিকে যাত্রার এক চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে ৭৩টি পুরসভাকে দিয়ে যে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছিল, আজ তা সাড়ে চার হাজারেরও বেশি শহরে ছড়িয়ে পরেছে। এই বছর এই পুরস্কার শুধু শীর্ষ স্বচ্ছ শহরগুলির উদযাপনই করবে না, একইসঙ্গে ছোট শহরগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবে।

স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫ পুরস্কারের মূল ভাবনা Reduce, Reuse, Recycle. ৪৫ দিন ধরে ৩ হাজারেরও বেশি সমীক্ষক দেশের প্রতিটি ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে এই সমীক্ষা চালিয়েছেন। অন্তর্ভুক্তিকরণ ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার জন্য ১১ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২৪ সালের এই মূল্যায়ন জন অংশগ্রহণের দিক থেকে ঐতিহাসিক। মুখোমুখি, স্বচ্ছতা অ্যাপ, মাই গভ ও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ১৪ কোটিরও বেশি নাগরিক এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

১০টি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি এবং ৫৪টি সূচকের মাধ্যমে শহরগুলির নিকাশী ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ চিত্র নিয়ে পরিচ্ছন্নতা ও পরিষেবা প্রদানের স্মার্ট এবং সুগঠিত দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করা হয়েছে।

যেসব শহর পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করছে, তাদের নিয়ে স্বচ্ছতা সর্বেক্ষণ ২০২৪-২৫-এ সুপার স্বচ্ছ লিগের আয়োজন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য দ্বিমুখী, এটি একদিকে যেমন প্রথমসারির শহরগুলিকে পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মান অর্জনের উৎসাহ যোগাচ্ছে, তেমনি অন্য শহরগুলিকে শীর্ষস্থানে পৌঁছবার প্রেরণা দিচ্ছে। এই লিগে সেইসব শহরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, যারা গত ৩ বছরের মধ্যে অন্তত একবার প্রথম তিনটি শহরের মধ্যে এসেছে এবং বর্তমান বছরে তাদের নিজস্ব বিভাগে প্রথম ২০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

এবারই প্রথম শহরগুলিকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল – (১) খুব ছোট শহর – জনসংখ্যা ২০ হাজারের কম, (২) ছোট শহর – জনসংখ্যা ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার, (৩) মাঝারি শহর - জনসংখ্যা ৫০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ, (৪) বড় শহর - জনসংখ্যা ৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ, (৫) ১০ লক্ষাধিক জনসংখ্যার শহর – যেখানে জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি। প্রতিটি বিভাগেই স্বচ্ছ শহরগুলিকে বেছে নিয়ে পুরস্কার দেওয়া হবে। এর ফলে, বড় শহরগুলির পাশাপাশি ছোট শহরগুলির সামনেও নিজেদের বিভাগে পুরস্কার জেতার সমান সুযোগ থাকবে।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

কাটিয়ে, দীপাবলির আলোয় সেজে ওঠে গোটা আদ্যাপীঠ। আদ্যাশক্তি মহামায়া। দেবীর আরাধনায় তো নিজের জীবন উৎসর্গ করে ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে ভবতারিণীর সংসারেই, গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

নির্দেশ ছিল, বারো বছরের মধ্যে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলেই মন্দিরে সাধারণের প্রবেশ অবাধ থাকবে। কিন্তু তা হয়নি। তাই নাট মন্দির থেকেই দর্শন করতে হয় দেবীকে। শীর্ষে রাধাকৃষ্ণ, তারপর আদ্যাশক্তি মহামায়া এবং দেবীর নীচে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এভাবেই সাজানো মূল মন্দিরের কক্ষ।

ভোগেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের জন্য সাড়ে বত্রিশ সের চালের রান্না হয়। দেবীর জন্য সাড়ে বাইশ সের চাল বরাদ্দ। এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্য সাড়ে বারো সের চালের রান্না হয়। এ ব্যবস্থা প্রতিদিনের। মূল মন্দিরের নির্মাণেও বৈচিত্র্যের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমগুড়ি বাজারে একুশে জুলাই ধর্মতলা শহীদ দিবস সফল করতে বৃহত্তর মিছিল

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি ব্লকের ১ নং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাই ধর্মতলা শহীদ দিবস সফল করতে আমগুড়িতে ময়নাগুড়ি ব্লকের আট টি অঞ্চল সম্মিলিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিল ও পথসভা করা হয়। এই মিছিলের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক ও জলপাইগুড়ি জেলার যুব সভাপতি রামমোহন রায়, তৃণমূল জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের ১ নং তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ রায় সহ অঞ্চল প্রধান ও প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত মিছিলের অংশগ্রহণ করে। এই মিছিলে বার্তা দান একুশে জুলাই শহীদ দিবস কলকাতা ধর্ম তলা অংশগ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানাই। পাশা পাশি কেন্দ্রীয় সরকারের এনআরসি বিরোধিতা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই বাংলায় কোনরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে তারই বার্তা দেন এই বৃহত্তর মিছিলের মাধ্যমে। ময়নাগুড়ি ব্লকের ১ নং তৃণমূল কংগ্রেসের আট টি অঞ্চল সহ বৃহত্তর মিছিল করা হয় আমগুড়ি বাজারে। একুশে জুলাই কলকাতা ধর্মতলা শহীদ দিবস উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান ময়নাগুড়ি এক নং তৃণমূল ব্লক কংগ্রেস।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিংবদন্তী এই যে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নাকি এই কালীরূপের কল্পনার আদি স্রষ্টা। কিন্তু আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের গ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালীর প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জাল নথি দিয়ে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা লোপাট, সাসপেন্ড ঝাড়গ্রাম পৌরসভার গ্রুপ ডি কর্মী

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

মৃতদের শেষ কৃত্য সম্পন্ন সহ আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য রাজ্য সরকার দরিদ্র মানুষের জন্য চালু করেছে সমব্যথি প্রকল্প। আর সেই প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে পুরসভার এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ ওঠার পরই বিভাগীয় তদন্ত শুরু হওয়ার পশাপাশি ওই কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী রামকৃষ্ণ করের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট আসার পরেই আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ওই কর্মীর বিরুদ্ধে এক লক্ষের বেশি টাকা, আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে।ঝাড়গ্রাম পুরসভার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান সমব্যথী প্রকল্পের টাকায় বেনিয়মের অভিযোগে পুরসভার গ্রুপ ডি কর্মী রামকৃষ্ণ কর কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ্রুপ ডি কর্মী রামকৃষ্ণ কর দোকান, সাইকেল স্ট্যান্ড, বাথরুম সহ পুরসভার সম্পত্তি গুলির লিজ এবং পেনশন দপ্তর সামলাতে। এই দুটি দপ্তর থেকে

সরিয়ে তাঁকে সমব্যথী প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কয়েক মাস ধরে চেয়ারম্যানের কাছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের ফোন আসা শুরু হয়। তাদের এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের মানুষজনের মৃত্যু হলে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না। সমব্যথী প্রকল্পের বহু আবেদনকারী চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি অভিযোগও করেন। সমব্যথী প্রকল্পের তহবিলে টাকা থাকা সত্ত্বেও উপভোক্তারা কেন টাকা পাচ্ছেন না সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেন পুরসভার চেয়ারম্যান। তারপরেই সামনে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, জালি স্বাক্ষর, ভুয়ো নথি দিয়ে সমব্যথী প্রকল্পের ২০০০ টাকা মাথাপিছু তুলে নেওয়ার বিষয়টি সামনে আছে। এখনো পর্যন্ত একাধিক খাতা খতিয়ে দেখে প্রায় লক্ষাধিক টাকার গরমিল সামনে এসেছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে । রামকৃষ্ণ কে টাকার গরমিলের বিষয়ে সোকজ করা হলে সদুত্তর দিতে পারেন নি বলে জানা গিয়েছে পুরসভা সূত্রে । জানা গিয়েছে চলতি মাসের ৪ই জুলাই সাসপেন্ড করা হয়। সমব্যথীর পাশাপাশি বছর খানেক আগে রামকৃষ্ণের দায়িত্বে থাকা পুরসভার সম্পত্তির লিজ এবং পেনশন দপ্তরেরও তদন্ত শুরু হয়েছে।সমব্যতী প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের পরিবারে কারো মৃত্যু হলে শেষকৃত্যের জন্য নগদ ২০০০ টাকা সাহায্য করা হয়। ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ বলেন,' সাধারণ মানুষের প্রাপ্য টাকা যারা আত্মসাৎ করার ভাবনা চিন্তা করছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সমব্যথীর প্রকল্পের টাকা বেনিয়মের অভিযোগে একজন গ্রুপ ডি কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দুর্নীতি রুখতে আগামী দিনে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার অভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে'।রামকৃষ্ণ করকে এই বিষয়টি জানতে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেন নি। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন " পুরসভার এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকে দূর্নীতির অভিযোগকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। "

এবার হরিয়ানায় নতুন রাজ্যপাল হাওড়ার বাসিন্দা

বেবি চক্রবর্ত্তী

হাওড়ার পঞ্চান্নতলা রোডের বাড়িতে বসে বললেন খুবই দায়িত্বপূর্ন পদ। অফিসিয়ালি কাগজপত্র না এলেও ফোন করে অনেকেই জানিয়েছেন বলে জানান অসীম ঘোষ।তিনি বলেন খুব ভালো লাগছে, রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ।হরিয়ানা গেলেও মন পড়ে থাকবে এরাজ্যে। হরিয়ানার উন্নতির জন্য কাজ করবেন।তবে পশ্চিমবঙ্গে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কালো দিন মুছে সুধীন আসা উচিত।যখন মেয়েরা নিশ্চিন্তে স্কুল কলেজে যেতে পারবে।তাছাড়া শিল্প আনার জন্য শাসক বিরোধী সবাইকে চেষ্টা করতে হবে।

অসীম কুমার ঘোষ জন্ম ১৯৪৪ সালে। হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক এবং পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬৬ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৯১ সালে বিজেপিতে যোগদান করেন। বহুদিন রাজ্য বুদ্ধিজীবী সেলের সদস্য ছিলেন।

১৯৯৬ সালে রাজ্য সম্পাদক হন। ১৯৯৮ সালে রাজ্য সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৯৯ থেকে ২০০২ পর্যন্ত রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন।

২০০৩-২০০৫ সাল পর্যন্ত ইনি ত্রিপুরার পর্যবেক্ষকের দায়িত্বভার পালন করেছিলেন।

২০০৪-২০০৬ পর্যন্ত বিজেপির রাষ্ট্রীয় কর্ম সমিতির সদস্য ছিলেন।

বর্তমান রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের নির্বাচনের সময় ইনি ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য হন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পদত্যাগ করলেন ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পদত্যাগ করেছেন ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস শ্যামিহাল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির সরকারে বড় ধরনের রদবদলের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

ডেনিস শ্যামিহাল নিজেই এই তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে সোমবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কোকে প্রধানমন্ত্রীর পদে মনোনয়ন দেন। শ্যামিহাল ২০২০ সাল থেকে ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, "আমি ইউক্রেনের সরকারের নেতৃত্ব ও এর কার্যক্রম নতুন করে শুরু করার জন্য ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কোর নাম প্রস্তাব করেছি। আমি শিগগিরই নতুন সরকারের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছি।"

নিজের পদত্যাগপত্রের ছবি প্রকাশ করে টেলিগ্রাম চ্যানেলে শ্যামিহাল লিখেছেন, দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করায় আমার পুরো দলকে ধন্যবাদ!

ডেনিস শ্যামিহাল বলেছেন, তিনি ইউক্রেনের সংসদে (ভারখোভনা রাদা) আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তার প্রতি আস্থা রাখায় দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

দেশটির স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, পদত্যাগ করা প্রধানমন্ত্রী শ্যামিহালকে ইউক্রেনের নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হতে পারে। বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা রুস্তেম উমেরভকে যুক্তরাষ্ট্রে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমবার ইউক্রেনের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। এ সময় তাকে দেশের নতুন সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেনের নির্বাহী শাখার রদবদলের সূচনা হয়েছে। কিয়েভের ক্ষমতা আরও জোরদার করাই এই রূপান্তরের লক্ষ্য।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিরল খনিজ সম্পদ চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে ব্যাপক টানাপোড়েন তৈরি হয়। সে সময় কিয়েভের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মিত্র ওয়াশিংটনের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। এমনকি হোয়াইট হাউস সফরে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন জেলেনস্কি। তখনই আলোচনায় আসেন দেশটির ৩৯ বছর বয়সী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো।

(২ পাতার পর)

চলছে চলছে নদী ভাঙন, আতঙ্কে গ্রামবাসী

দ্রুত ভাঙন রোধের কাজের আবেদন

বাসীন্দারা। তাদের বক্তব্য, গত কয়েক বছর ধরেই তাদের এলাকায় গঙ্গা আগ্রাসী থাবা বসিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে গঙ্গার আগ্রাসী ভাঙনে একাধিক জনপদ তলিয়ে গেছে গঙ্গাগর্ভে। বর্তমানে জোতপাট্টা এলাকায় নদীবাঁধ থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূর দিয়েই বয়ে চলেছে ভয়ংকরী গঙ্গা। নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে নদীভাঙন। তবে মঙ্গলবার সকাল থেকে, ভাঙন অনেকটাই তীব্রতর হয়েছে। যা দেখে আতঙ্কে তাদের বুক কেঁপে উঠছে। নতুন করে ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কা করছেন। তাই তারা প্রশাসন এগিয়ে এসে ভাঙন রোধে দ্রুত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

বকখালির সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন এক পর্যটক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এই বর্ষায় দিনে, সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। এরই মধ্যে জোয়ারে জলের পরিমান অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল বকখালিতে। বকখালিতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক পর্যটক। সেই পর্যটকের সন্ধান পেতে স্পিডবোট নিয়ে চলছে তল্লাশি। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপস্থিতিতে এই তল্লাশি চলছে।

জানা গিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বকখালির সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছেন ওই পর্যটক। পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ ইমতাজুল আরফিন বয়স ২৪ বছর। বারুইপুরের মল্লিকপুরের বাসিন্দা। সূত্রের খবর ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পক্ষ থেকে স্পিডবোটে করে নিখোঁজের খোঁজে সমুদ্রে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জানা গিয়েছে ইমতাজুল চার বন্ধুর সঙ্গে বকখালিতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন। নিম্নচাপের জেরে সুন্দরবনের উপকূল এলাকায় টানা বৃষ্টি চলছে। জলস্তর বেড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র। জোয়ার চলাকালীন সমুদ্রে নেমে স্নান করার সময় আচমকা উত্তাল ঢেউয়ে তলিয়ে যায় ইমতাজুল। পুলিশ এখন ওই পর্যটকের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। এই ঘটনায় হতবাক সকলেই। ইতিমধ্যে ওই পর্যটকের পরিবারের লোকজন বকখালিতে পৌঁছেছেন। তাঁদের পাশে সবসময় থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ফ্রেজারগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে।

(৩ পাতার পর)

ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে আগামীকাল কলকাতায় মিছিল মুখ্যমন্ত্রী'র

ভলান্টিয়ার। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে। নিরাপত্তার জন্য নবান্নের চোদ্দ তলায় কর্মীদেরও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেখানে ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার কীভাবে পৌঁছে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সূত্রের খবর, নর্থ গেট দিয়ে ওই মহিলা নবান্নে ঢোকেন। নর্থ গেট দিয়ে অনেক সময়ই সিভিক ভলান্টিয়াররা জল নিতে ভেতরে ঢোকেন। ওই মহিলাও তেমনই জল নিতে ভেতরে ঢুকছেন বলে মনে করেছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

সিনেমার খবর

দীপিকার সঙ্গে দেখা হলে অস্বস্তিতে ভোগেন আনুশকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের প্রথম সারির দুই অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা ও দীপিকা পাড়ুকোন। দুজনের ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে প্রায় একই সময়ে, দীপিকার ২০০৭ সালে আর আনুশকার ২০০৮-এ। দু'জনেই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, পড়াশোনা করেছেন একই কলেজ মাউন্ট কারমেলে। এত মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে নানা গুঞ্জন।

অনেকে মনে করেন তাঁদের মধ্যকার দূরত্বের নেপথ্যে রয়েছে অভিনেতা রণবীর সিং।

রণবীর সিংয়ের সঙ্গে 'ব্যান্ড বাজা বারাত' ছবিতে জুটি বেঁধে কাজ করেছিলেন আনুশকা। তখন বলিউডে জোর গুঞ্জন ছিল রণবীর-আনুশকার প্রেম চলছে। যদিও দু'জনের কেউই সে সম্পর্ক কখনও স্বীকার করেননি। পরবর্তীতে দীপিকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান রণবীর, তা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয় আনুশকা-দীপিকার সম্পর্ক ঘিরে।

এই প্রসঙ্গে একবার সাংবাদিক রাজীব মাসান্দের একটি গোলটেবিল আলোচনায় খোলাখুলি কথা বলেন আনুশকা শর্মা। উপস্থিত ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রিচা চাড্ডাও। সেখানেই আনুশকা স্বীকার করেন দীপিকার সঙ্গে দেখা হলে তিনি 'অস্বস্তি' অনুভব করেন। তবে এর পেছনে ব্যক্তিগত কোনও দ্বন্দ্ব নেই বলেই দাবি করেন তিনি।

আনুশকা বলেন, 'দীপিকা আর আমার মধ্যে কখনও ঝগড়া হয়নি। তাই অস্বস্তির কোনও বাস্তব কারণ নেই। তবে যেহেতু আমাদের নিয়ে অনেক বেশি কথা হয়, অনেক গসিপ তৈরি হয় সেই কারণেই দেখা হলে একটু অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। আমরা একই শহরের, একই কলেজের আমাদের একটা ইতিহাস আছে। কিন্তু বাইরে থেকে এই সমস্যা তৈরি করা হয়েছে।'

বর্তমানে অবশ্য তাঁদের জীবনের গল্প ভিন্ন পথে। আনুশকা এখন ভারতের সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলির স্ত্রী, তাঁদের দুই সন্তান ভামিকা ও আকাই। অপরদিকে দীপিকা বিবাহিত রণবীর সিংয়ের সঙ্গে, তাঁদেরও রয়েছে একটি কন্যাসন্তান।

রাশমিকা মান্দানার ছুটির দিন কাটে চোখের জলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

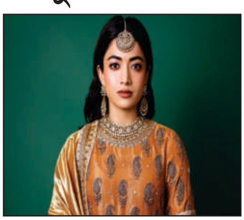

'পুষ্পা' ছবির পর থেকে রাশমিকা মান্দানার ক্যারিয়ারে যেন লেগেছে সাফল্যের ঝড়। 'অ্যানিম্যাল', 'পুষ্পা ২', 'ছাভা' একের পর এক হিট ছবির নায়িকা তিনি। কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে একাকিত্ব। ছুটির দিনে আরও বেশি করে কুড়ে খায় এই দক্ষিণী অভিনেত্রীকে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের মনের কথা ভাগ করে নিয়েছেন রাশমিকা। জানিয়েছেন, ছুটির দিনে প্রায়ই কেঁদে ফেলেন তিনি। কারণ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ হারাচ্ছেন বারবার। বিশেষ করে তার ১৩ বছর বয়সী ছোট বোনকে খুব মিস করেন তিনি।

অভিনেত্রীর কথায়, 'ও কখন এত বড় হয়ে গেল, বুঝতেই পারিনি। আমার উচ্চতার কাছাকাছি চলে এসেছে এখন। কিন্তু ওর বড় হয়ে ওঠার পুরো সফরটাই মিস করেছি আমি। গত আট বছরে কাজ করতে করতেই সময় কেটে গেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'গত দেড় বছরে একবারও বাড়ি যেতে পারিনি। বন্ধুদের সঙ্গেও আর দেখা হয় না। আগে অন্তত বন্ধুরা কোনো পরিকল্পনা করলে আমাকে জানাত। এখন সেটা পর্যন্ত করে না। মনে হয়, জীবনের অনেক কিছুই ফসকে যাচ্ছে হাত থেকে।'

খ্যাতি ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাশমিকার মনে শান্তি নেই। বললেন, 'চাই কর্মজীবন আর ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে, কিন্তু পারছি না। এই বাস্তবতাটা খুব কষ্টের।'

২৩ বছর পর ফিরছে 'জাদু'? 'কৃষ-৪' সিনেমায় থাকছে আরও যে চমক

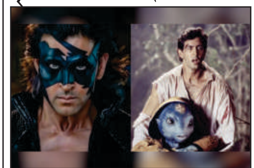

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সুপারস্টার হৃতিক রোশন যখন 'ওয়ার টু' নিয়ে শিরোনামে, ঠিক তখন তার প্রতীক্ষিত সুপারহিরো ফ্র্যাঞ্চাইজি 'কৃষ ফোর' নিয়েও উড়ছে আলোচনার ঝড়। ভারতীয় গণমাধ্যম জানাচ্ছে- এই কিস্তিতে একই সঙ্গে ত্রিপল রোলে দেখা যাবে হৃতিককে, আর পুরো গল্প এগোবে ভিন্ন ভিন্ন টাইমলাইনের মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গত, 'কৃষ ফোর'-এ হৃতিকই প্রথমবারের মতো পরিচালকের চেয়ারে বসছেন। টাইম ট্রাভেল, পারিবারিক আবেগ এবং সম্পর্ক- তিনটি উপাদান মিলিয়ে ছবিটি সাজানো হচ্ছে। ২০০ কোটি টাকা বাজেটের ছবিটির শুটিং শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ২০২৬ সালের প্রথম দিকে।

খবর অনুযায়ী, এই কিস্তিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আবার ফিরতে পারেন। আলোচনায় আছেন প্রীতি জিনতা ও বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রেখাও। কাস্ট চূড়ান্ত হলে 'কৃষ' ইউনিভার্সে একসঙ্গে এত তারকা আগে দেখা যায়নি।

অনুসন্ধানী অবতারে ছবিতে একই সঙ্গে তিনটি সময়পর্বে দেখা যাবে কৃষকে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ- তিন দিক থেকেই গড়ে তোলা হবে গল্প, যাতে থাকবে টাইম ট্রাভেলের রোমাঞ্চ। খবর আরও বলছে, 'কোই মিল গয়া' মুক্তির ২৩ বছর পর ভক্তদের প্রিয় এলিয়েন 'জাদু'র পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে এই কিস্তিতে।

চিত্রনাট্যের মান উন্নয়নে হৃতিক ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন লিখকদের সঙ্গে, পাশাপাশি সহযোগিতা করছেন আদিত্য চোপড়া।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের 'ওয়ার টু' দিয়ে ২০২৫ কাঁপাবেন হৃতিক; আর ২০২৬-এ 'কৃষ ফোর' তার সুপারহিরো দাপটে বক্স অফিসে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলিউডকে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রেরণা! লর্ডস টেস্ট জিতে ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন যা বললেন...

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ এগিয়ে গিয়েছে ইংল্যান্ড। ম্যাচের মোড় ঘোড়ানো স্পেল করেছেন জোফ্রা আর্চার। যা ভুলছেন না ইংল্যান্ড ক্রিকেট প্রেমীরা। মাত্র ১৯২ রানের পুঁজি নিয়ে টেস্ট জেতা সহজ নয়। ভারতীয় দলের কাছে জেতা ম্যাচ ছিল। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং সহজ নয়। তবে ধৈর্য ধরে ক্রিজে থাকতে পারলে যে রান করা যায়, অনেকেই করে দেখিয়েছেন। শেষ দিকে রবীন্দ্র জাডেজা দুই লোয়ার অর্ডার ব্যাটারকে নিয়ে অনবদ্য লড়াই করলেও ২২ রানে হার। ভারত হারলেও শেষ দিকে লড়াইটা খুবই নজর কেড়েছে। জোফ্রা আর্চারের দুর্দান্ত স্পেলের নেপথ্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই জার্সি ওড়ানোর মুহূর্ত? গত কাল অর্থাৎ সোমবার ছিল লর্ডস টেস্টের পঞ্চম দিন। ২০১৯ সালে একই দিনে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। ম্যাচ টাই হওয়ায় সুপার ওভারে গড়িয়েছিল। সুপার ওভারেও স্কোর সমান হয়। বাউন্ডারি নিয়মে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। সেই লর্ডসেই রুদ্ধশ্বাস টেস্ট জিতে ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন বেন স্টোকস জানালেন জোফ্রা আর্চারকে তাতিয়েছিল সৌরভের জার্সি ওড়ানোর সেই ছবি।

লর্ডসে জয়ের পর বেন স্টোকস বলেন, 'জোফ্রাকে বলেছিলাম- জানো আজকের দিনে কী হয়েছিল।' আসলে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের সেই মুহূর্ত মনে করিয়ে তাতাতে চেয়েছিলেন বেন স্টোকস। যদিও জোফ্রা পাল্টা বলেন, 'তুমি জানো, বারবার একটা হাইলাইট দেখানো হচ্ছিল, ভারত ৩০০-র উপর রান তাড়া করে জিতেছে, আর গাঙ্গুলি (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়) জার্সি খুলে ওড়াচ্ছে।' আর্চার প্রথমে ভেবেছিলেন, সেটি ছ-বছর আগের বিশ্বকাপ ফাইনালের হাইলাইটস। সৌরভের জার্সি ওড়ানোর ছবি আর্চারকে বাড়তি তাগিদ জুগিয়েছিল, খোলসা করেন স্টোকস।

৬০ মিলিয়ন ইউরোতে আর্সেনালের ডেরায় জুবিমেন্ডি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি গ্রীষ্মে আর্সেনালের দ্বিতীয় সাইনিং জুবিমেন্ডি। রিয়াল সোসিয়েদাদ থেকে ৬০ মিলিয়ন ইউরোর খরচায় এই মিডফিল্ডারকে দলে ভেড়াল গানাররা। আর্সেনালের সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি করেছেন জুবিমেন্ডি।

এ মৌসুমে দল ছেড়েছেন আর্সেনালের দুজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। জর্জিনহো গেছেন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লামেঙ্গোয়, থমাস পার্টের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এখনও নতুন কোনো দল খুঁজে পাননি। তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতেই মিকেল আর্তেতা উড়িয়ে আনলেন জুবিমেন্ডিকে।

রিয়াল সোসিয়েদাদের যুব একাডেমি থেকে উঠে এসেছেন জুবিমেন্ডি। এরপর থেকে সিনিয়র দলে নিয়মিত খেলা শুরু করেন ২৬ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। সোসিয়েদাদের হয়ে ২৩৬ ম্যাচে ১০ গোল করেছেন তিনি।

জুবিমেন্ডি বলেন, এটি আমার ক্যারিয়ারের জন্য এক বিশাল মুহূর্ত। আমি এই ক্লাবে আসার জন্য সবসময় আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম। এখানে প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম, এই ক্লাবটা চতুর্মুখী ও দারুণ। আমি আর্সেনালের দিকে তাকিয়েছিলাম কারণ তাদের খেলার স্টাইল আমার জন্য মানানসই।

মার্তিন সুবিমেন্দিকে দলে ভেড়াল আর্সেনাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা তিন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে রানার্সআপ হওয়ার পর, শিরোপা-খরা কাটাতে স্কোয়াডের শক্তি বাড়ানোয় মনোযোগ দিয়েছে আর্সেনাল। সেই লক্ষ্যে এবার রিয়াল সোসিয়েদাদ থেকে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মার্তিন সুবিমেন্দিকে দলে টেনেছে ইংলিশ ক্লাবটি।

২৬ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ডকে দীর্ঘ মেয়াদের চুক্তিতে দলে নেওয়ার কথা রবিবার নিশ্চিত করেছে আর্সেনাল। নির্দিষ্ট করে মেয়াদ বা ট্রান্সফার ফি নিয়ে কিছু অবশ্য জানায়নি ক্লাবটি।

তবে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবর, রিয়াল সোসিয়েদাদে ছয় কোটি ইউরো রিলিজ ক্লজ ছিল সুবিমেন্দির। হয়তো এর পুরোটা পরিশোধ করতে হয়েছে আর্সেনালকে। এবারের দলবদলে এই নিয়ে দ্বিতীয় খেলোয়াড় দলে যোগ করল আর্সেনাল। চলতি মাসের প্রথম দিনে তারা চেলসি থেকে স্প্যানিশ গোলরক্ষক কেপা আরিসাবালাকে চুক্তিভুক্ত করে।

সোসিয়েদাদের হয়ে ২৩৬টি ম্যাচ খেলে ১০টি গোল করেছেন সুবিমেন্দি। ২০২৪ সালে স্পেনের ইউরো জয়ে অবদান রাখেন সুবিমেন্দি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফাইনালের বিরতিতে ম্যানচেস্টার সিটি তারকা রদ্রির বদলি নামেন তিনি, ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছিল স্প্যানিশরা। ২০২৪-২৫ মৌসুমের প্রায় পুরোটা সময় রদ্রি চোটে বাইরে থাকায়, স্পেন দলে নিয়মিত হয়ে ওঠেন সুবিমেন্দি। এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে মোট ১৯ ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR